গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর,ঢাকা।
[শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন-৩ শাখা]
www.nbr.gov.bd

নথি নং: ০৮.০১.০০০০.০১৩.০১.১৬-২০১৭/২০৮

তারিখ ঃ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০২ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

আদেশ

যেহেতু, জনাব খন্দকার মুকুল হোসেন (জন্ম তারিখ: ১৪/০৭/১৯৭৫খ্রি:), সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত) গত ০৫/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে কাস্টম হাউস, বেনাপোলে যোগদান করেন এবং গত ১৪/০৭/২০২২ খ্রি. হতে তিনি ৩১ নম্বর শেডের ওয়েব্রিজ, (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জিএল শাখায় কর্মরত ছিলেন। গত ২৬/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখ তিনি যশোর বিমান বন্দর হতে ইউ এস বাংলা এয়ারলাইন্স (BS-122) যোগে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। অবতরণের পর এভিয়েশন সিকিউরিটি, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা কর্তৃক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ব্যাগ তল্লাশী করা হলে ব্যাগের ভিতরে ২২,৯৯,০০০/- (বাইশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা পাওয়া যায়। এভিয়েশন সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষের পত্র নম্বর-পরি/হশাআবি/পালা-ক/০৬ক, তারিখ: ২৬/০৮/২০২২ খ্রি.-তে উল্লেখ রয়েছে যে, বর্ণিত টাকার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি উক্ত টাকার উৎসের বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। পরবর্তীতে কাস্টম হাউস, বেনাপোল হতে উপ কমিশনার জনাব তানভীর আহমেদ ও রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মো: নঈম মীরন এর সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় যে, এভিয়েশন সিকিউরিটি, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঢাকা কর্তৃক উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণ টাকার বিষয়ে তিনি সুনির্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি অর্থাৎ তিনি উক্ত টাকা অন্য কোন উপায়ে উপার্জন করেছেন মর্মে এ সন্দেহের অবকাশ হয়। এছাড়াও তিনি ২৬/০৮/২০২২খ্রি: তারিখে কর্মস্থল ত্যাগ করে ঢাকা যাওয়ার বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কোনো মৌখিক বা লিখিত অনুমতি গ্রহণ করেননি; এবং

০২। যেহেতু, সরকারের দায়িত্বশীল কাজে নিয়োজিত থেকে তার (জনাব খন্দকার মুকুল হোসেন, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) (সাময়িক বরখাস্ত) এহেন কার্যক্রম সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ)(অ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণ" এবং বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" হিসেবে গণ্য, যা উক্ত বিধিমালার বিধি-৪ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

০৩। যেহেতু, বর্ণিত অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ)(অ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণ" এবং বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার বিধি (৪) মোতাবেক কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ সম্বলিত লিখিত জবাব ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখের ০৮.০১.০০০০.০১৩.০১.১৬-২০১৭/১৮৯ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশোধিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং তিনি উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব প্রদান করতঃ ব্যক্তিগত শুনানীতে আগ্রহ প্রকাশ করায় ০২/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে তার শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীঅন্তে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে জনাব গাউছুল আজম (উপসচিব), প্রথম সচিব (বোর্ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা- কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাপ্ত দলিলাদির বিশ্লেষণে জনাব খন্দকার মুকুল হোসেন, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে আনীত "হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার ব্যাগ তল্লাশী করে জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত ২২,৯৯,০০০/- (বাইশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা পাওয়া" এবং " উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কোনো মৌখিক বা লিখিত অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে ২৬/০৮/২০২২খ্রি: তারিখে কর্মস্থল ত্যাগ করার" অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয়েছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা হতে জনাব খন্দকার মুকুল হোসেন এর নিকট থেকে উদ্ধারকৃত টাকার উৎস সন্দেহজনক মর্মে বিবেচিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ)(অ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণ" এবং বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। উক্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধি অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' নামীয় গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে জনাব খন্দকার মুকুল হোসেন'কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার বিধি-৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদন্ড আরোপ করা যায় মর্মে কমিশন পরামর্শ প্রদান করেছে।

০৫। সেহেতু, জনাব খন্দকার মুকুল হোসেন (জন্ম তারিখ: ১৪/০৭/১৯৭৫খ্রি:), সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ)(অ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণ" এবং বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই ৪(৩)(খ) বিধি অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে এই বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং: ০৮.০১.০০০০.০১৩.০১.১৬-২০১৭/২০৮

তারিখ ঃ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০২ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৩। সদস্য, কাস্টমস নীতি ও আইসিটি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৪। কমিশনার, কাস্টম হাউস, বেনাপোল।
৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, খুলনা।
৭। সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (আদেশটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯। ব্যক্তিগত সহকারী, সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০। জনাব খন্দকার মুকুল হোসেন (সাময়িক বরখাস্ত), সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টম হাউস, বেনাপোল।

০২/০৬/২০২৪
(মাসুদ রানা)
দ্বিতীয় সচিব (শুঃভঃপ্রঃ-৩)